কালের কণ্ঠ

তারিখ ০3 AUG 2016
পৃষ্ঠা ১ ৬ কলাম ৩

'শিক্ষার্থীরাই জঙ্গিবাদ রুখে দেবে'

টক শো

শিক্ষাঙ্গনে গঠনমূলক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়নি। এ ছাড়া তাদের এই জ্ঞানও দেওয়া হয়নি যে ইসলামের নামে কোনো সন্ত্রাস করা ঠিক নয় বা ইসলাম সন্ত্রাস সমর্থন করে না। এখন শিক্ষার্থীদের দেশীয় সংস্কৃতিচর্চার মধ্যে আসতে হবে

বদিউজ্জামান সোহাগ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▶

এ দেশের শিক্ষার্থীরা সব সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ রুখে দেবে বলে মন্তব্য করেছেন ছাত্রনেতা বদিউজ্জামান সোহাগ। ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি সোহাগ বলেন, "এ দেশে বড় বড় পরিবর্তনে ছাত্ররাজনীতির অবদান ছিল। আবারও সময় এসেছে ছাত্রদের ঘুরে দাঁড়ানোর। টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত সারা দেশের রাজপথ, নগর-বন্দর-গ্রাম, সড়ক-মহাসড়ক, পাহাড়-সমতলে লাখ লাখ শিক্ষার্থী জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে মানববন্ধন করেছে সোমবার। হাতে হাত রেখে দৃপ্তকণ্ঠে জঙ্গিবাদকে 'না' বলেছে তারুণরা। তাদের সঙ্গে সারা দেশ দাঁড়িয়েছিল এক কাতারে। ছিলেন শিক্ষক-কর্মচারীসহ বিভিন্ন স্তরের মানুষও। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের জন্য এই কর্মসূচি থাকলেও বিভিন্ন স্থানে স্কুল ও মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষার্থীরাও নেমে আসে পথে। মানববন্ধনে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গী হন শিক্ষামন্ত্রী, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, সিনিয়র অধ্যাপকরাও। ঘরে বসে থাকেননি বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ছাত্রসংগঠনের কর্মীরা। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে তাঁরা জঙ্গিবাদবিরোধী এ কর্মসূচিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন। এভাবে একের পর এক কর্মসূচি নিয়ে যদি ছাত্রসমাজকে সাহস জোগানো যায় তবে তাদের হাতেই গর্জে উঠবে এ দেশের সন্ত্রাস প্রতিরোধের পতাকা।"

সোমবার রাতে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল এটিএন নিউজের সমসাময়িক বিষয় নিয়ে পর্যালোচনাভিত্তিক টক শো 'নিউজ আওয়ার এক্সট্রা'য় আলোচনা করতে গিয়ে সোহাগ এ কথা বলেন। সাংবাদিক প্রণব সাহার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরো আলোচনা করেন নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী তারিক হাসান ও গণজাগরণ মঞ্চের অন্যতম কর্মী লাকি আক্তার।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সঞ্চালক বলেন, দেশের বিভিন্ন স্থানে সন্ত্রাসী গ্রেপ্তার হচ্ছে। সন্ত্রাসীরা বাংলাদেশকে তাদের টার্গেটে পরিণত করতে চায়। সেই সঙ্গে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষার্থীর নামও সামনে চলে আসছে। কিভাবে বিশ্লেষণ করবেন?

জবাবে বদিউজ্জামান সোহাগ বলেন, 'এর কয়েকটি দিক হতে পারে। শিক্ষাঙ্গনে গঠনমূলক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়নি। এ ছাড়া তাদের এই জ্ঞানও দেওয়া হয়নি যে ইসলামের নামে কোনো সন্ত্রাস করা ঠিক নয় বা ইসলাম সন্ত্রাস সমর্থন করে না। এখন শিক্ষার্থীদের দেশীয় সংস্কৃতিচর্চার মধ্যে আসতে হবে। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় এখন অনেক বিষয়ে মুখ খুলছে। তারা আগে থেকেই যদি এসব বিষয় আমলে নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মনিটর করত তবে তাদের ছাত্ররা আজ এভাবে বিপথগামী হতে পারত না।'

নর্থ সাউথের সাবেক ছাত্র তারিক হাসান বলেন, 'শুরুতে তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতিচর্চার ব্যবস্থা ছিল, পরে ঢিলেমি চলে আসে।' তিনি বলেন, 'এখন শুনছি যে নর্থ সাউথে নাকি ২২ বা ২৩টি ক্লাব রয়েছে। এগুলো ভালোভাবে কার্যকর করা গেলে হয়তো সমস্যা কমে আসবে।' তিনি আরো বলেন, 'নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় যে উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল তার অন্যতম ছিল দেশের টাকা দেশে রাখা। নর্থ সাউথসহ বেসরকারি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় চার লাখ ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে। তারা যদি বিদেশে গিয়ে পড়াশোনা করত তবে তাদের পরিবারের টাকাগুলো বিদেশে চলে যেত। এখন তা আর হচ্ছে না। এক হিসাবে দেখা গেছে, দেশে পড়ার কারণে কমপক্ষে ৮০০ থেকে ৯০০ কোটি টাকা দেশেই থেকে যাচ্ছে। এটা ভালো দিক।'

এ পর্যায়ে লাকি আক্তার বলেন, 'ছাত্ররাজনীতি ছাড়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় সংস্কৃতিচর্চা চালু করা যাবে না। সুষ্ঠুভাবে রাজনীতি করতে না দেওয়া হলে ছাত্ররা জেগে ওঠার সুযোগ পাবে না।' তিনি বলেন, 'আগে আমাদের দেশে ছাত্ররাজনীতির সুদিন ফিরিয়ে আনতে হবে। তারপর সব কাজ। আগে যদি সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাজনীতি চালু করা যায় তবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একাগ্রতা ও সচেতনতা বেড়ে যাবে। ছাত্রছাত্রীরা যে প্রয়োজনের তাগিদে সাড়া দেয় তার প্রমাণ আজও পাওয়া যায়। তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে জঙ্গিবিরোধী মানববন্ধনে অংশ নিয়েছে। শ্রাবণের আকাশে অন্যদিনের মতো ছিল না মেঘের আনাগোনা। প্রখর রোদ উপেক্ষা করেই সমস্বরে জঙ্গিবিরোধী কর্মসূচিতে গগনবিদারী স্লোগান দিয়েছে মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারীরা। অনেকে রাজপথে শোভাযাত্রা করেছে। চলেছে বক্তৃতা পর্ব। এসব কর্মসূচি থেকে গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলে জঙ্গি ও সন্ত্রাস নির্মূলের আহ্বান জানানো হয়। পাশাপাশি সন্ত্রাসীদের হাতে নির্মমভাবে নিহত বিদেশিদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করা হয়।'